দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 DEC 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

দেশের ৯৯ ভাগ শিক্ষক ক্ষুব্ধ

শিক্ষামন্ত্রীর নেতিবাচক ভূমিকা প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে না দিলে তীব্র আন্দোলন

ইনকিলাব রিপোর্ট

শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্নমুখী তৎপরতার কারণে দেশের ৯৯ ভাগ শিক্ষক-কর্মচারী সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে যে বিষয়গুলো মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্ত, একচোখা দৃষ্টি, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অনুগত সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ, তোষামোদকারীদের অন্যায়-অনিয়মকে অশ্রয়-প্রশ্রয় দান এবং তাদের কথা অনুযায়ী শিক্ষক সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীর ৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

৯৯ ভাগ শিক্ষক ক্ষুব্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বার্থবিরোধী নিত্য নতুন সার্কুলার জারি। এ বিষয়গুলো নিয়ে গত এক বছরেরও বেশী সময় ধরে জোট সরকারের সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষোভ দানা বাধলেও সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর একটি উদ্যোগে ওই ক্ষোভ তীব্র হয়ে রূপ নিয়েছে। বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষক নেতার অদম্য আগ্রহ ও উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মদিন ১৯ জানুয়ারীকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় শিক্ষক দিবস ঘোষণা করেছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে পেশাগত ও সাংগঠনিকভাবে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত একজন 'শিক্ষক নেতা'র সংগঠনের ব্যানারে আগামী ১৯ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে শিক্ষক সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক। এ সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন বলেও প্রচার করা হচ্ছে। খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন জোট সরকারের অনুসারী ও সমর্থক সরকারী-বেসরকারী সকল শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গত দু'দিনে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেশ কটি সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় যৌথ সভা করেছেন। সরকারের অনুগত সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠনের শীর্ষ নেতারা আগামী ৩ জানুয়ারী ঢাকায় পরবর্তী যৌথ সভা করে শিক্ষামন্ত্রীর এ ধরনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। গত চার বছরের মেয়াদে শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী শিক্ষামন্ত্রীর নানা কর্মকাণ্ড তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। জামায়াতে ইসলামীর মহাসমাবেশের পর সরকারের সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর নবীন-প্রবীণ নেতাদের যৌথ সভায় বলা হয়েছে যে, গত নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য প্রতিশ্রুত অনেক কিছুই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর প্রথম একশ' দিনের কর্মসূচীও অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বরং দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ ছাড়া জোট সরকারের চার বছরে কোন চমক দেখাতে পারেনি এ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দ্বন্দ্বে গত চার বছরে সবচেয়ে বেশী সচিব বদলী হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এর মধ্যে গত ২ বছরেই পরিবর্তন হয়েছেন ৫ জন সচিব। এদের বেশীরভাগই উচ্চমহলে তদবির করে এ মন্ত্রণালয় থেকে সরে পড়েছেন। নিত্য নতুন সার্কুলারেও রেকর্ড গড়েছে এ মন্ত্রণালয়। ফলে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত মামলা হয়েছে হাজার হাজার। এসব মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে ও তদারকিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন বিভাগ খোলার চিন্তা করা হচ্ছে। শুধু দেশেই নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তুঘলকি কাণ্ডে আন্তর্জাতিক আদালতেও মামলা হয়েছে। প্রায় কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ওই মামলা পরিচালনায়। সভায় আরো বলা হয় যে, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর রেষারেষিতে সরকারের সমর্থক শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের মূল স্রোতধারার শিক্ষক সংগঠন থেকে তোষামোদিতে পারদর্শী কতিপয় ব্যক্তিকে দিয়ে স্তরে স্তরে প্যাডসর্বস্ব সংগঠন সৃষ্টি করেছে। আর শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক সমাজের কাছে চরমভাবে বিতর্কিত সেসব সংগঠনের নেতাদেরকে সরকারের বিভিন্ন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছেন। সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। অথচ মূল স্রোতধারার নেতাদের সাথে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আচরণ করছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে সভায় তীব্র নিন্দা জানানো হয়। বলা হয়, শিক্ষামন্ত্রীর অনিয়মতান্ত্রিক আচরণ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের আন্দোলনে উসকানী দিচ্ছে। বলা হয়, এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার সুযোগ না দেয়া হলে শিক্ষক সমাজ রাজপথে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। তারা বলেন, শিক্ষক সমাজের মূল স্রোতধারার শিক্ষক সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়ে পল্টন ময়দানে সমাবেশ করার খবর দৃষ্টিগোচর হলে কোন অবস্থাতেই প্রধানমন্ত্রী সে সমাবেশে যোগ দিতে পারেন না।

TENDER NOTICE
BCIC